যুগান্তর

তারিখ ... 06 DEC 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৪ ......

ইবির ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে গরমিল

দুই শিফটের পরীক্ষা বাতিল

ইবি প্রতিনিধি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে গরমিল থাকায় ২য় শিফটের পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া ৩য় শিফটের পরীক্ষা স্থগিত করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার বিকাল ৩টার দিকে সংশ্লিষ্ট ইউনিট সদস্যদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় ভর্তি পরীক্ষা কমিটির এক জরুরি সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মানবিক ও সমাজবিজ্ঞান-অনুষদভুক্ত 'সি' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে গরমিল থাকায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. রাশিদ আসকারী। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, 'প্রশ্নপত্রে ত্রুটি থাকার কারণে পরীক্ষা বাতিল ও স্থগিত করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করে পুনরায় পরীক্ষার সময় নির্ধারণ করা হয়েছে।'

একইসঙ্গে সভায় বাতিল ও স্থগিত হওয়া ওই দুই শিফটের পরীক্ষার নতুন সূচি প্রকাশ করেছে কর্তৃপক্ষ। বাতিল হওয়া দ্বিতীয় শিফটের পরীক্ষা আগামী ৮ ডিসেম্বর সকাল ৯টা-১০টা এবং স্থগিত হওয়া তৃতীয় শিফটের পরীক্ষা বেলা ১১টা-১২টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে বলে সভা সূত্রে জানা গেছে।

পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী পরীক্ষার শেষ দিন 'সি' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা মঙ্গলবার তিন শিফটে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। সকাল ৯টা-১০টা প্রথম শিফটের পরীক্ষা এবং ১১টা-১২টা পর্যন্ত দ্বিতীয় শিফটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে প্রথম শিফটের পরীক্ষায় 'পদ্ম-এ' এবং 'পদ্মা-বি' দুই সেটে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। একইভাবে দ্বিতীয় শিফটে বেলা ১১টা-১২টা পর্যন্ত 'যমুনা-এ' এবং 'যমুনা-বি' এই দুই সেট প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় শিফটে 'যমুনা-এ' সেট ঠিক থাকলেও 'যমুনা-বি' সেটের পরিবর্তে সকাল ৯টায় অনুষ্ঠিত প্রথম শিফটের পরীক্ষার 'পদ্মা-বি' সেট প্রশ্নপত্র বিতরণ করা হয়। একই প্রশ্নপত্রে দুই শিফটে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়টি কর্তৃপক্ষের নজরে আসে। বিষয়টি নিয়ে তাৎক্ষণিক সংশ্লিষ্ট ইউনিটের সদস্যরা কেন্দ্রীয় ভর্তি পরীক্ষা কমিটির জরুরি সভায় বসে। সভায় ওই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

ভর্তি পরীক্ষা দিতে এসে পুলিশ সদস্য আটক : 'সি' ইউনিটের প্রথম শিফটের পরীক্ষা যথারীতি শেষ হয়েছে। তবে বয়স জালিয়াতি করে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে আসা এক পুলিশ সদস্যকে আটক করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। বিষয়টি লিখিতভাবে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। ওই পুলিশ সদস্যের নাম নূর মোহাম্মদ। তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থানাধীন আবদালপুর পুলিশ ফাঁড়ির সহকারী উপ-পরিদর্শক। পরীক্ষার হলে প্রবেশের সময় তাকে সন্দেহ হলে প্রশাসনের কাছে হস্তান্তর করেন ব্যবসায় অনুষদে দায়িত্বরত শিক্ষকরা।

এ বিষয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থানার ওসি রতন শেখ বলেন, পুলিশ সদস্য হয়েও নূর মোহাম্মদ তথ্য গোপন করেছে। একইসঙ্গে প্রশাসনের অনুমতি ছাড়া সে ইবিতে ভর্তি পরীক্ষা দিতে আসে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আমাদের জানালে আমরা উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানিয়েছি। জানা মতে, তাকে আবদালপুর ফাঁড়ি থেকে ক্লোজ করা হয়েছে।